দক্ষিণ এশীয় গণসংহতি প্রচারাভিযান

জনমত গঠনের জন্য
ধারণাপত্র-৩

অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের মুক্ত চলাচল

সার্ক নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন

মার্চ ২০০৭

সূচনা

১৯৮৫ সালে সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও উন্নয়ন বিষয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্কের কোন প্রতিশ্রুতি কিংবা লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়নি, বরং মূল লক্ষ্য হতে সার্কের অবস্থান অনেক দূরে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ায় একদিকে যেমন ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি ইত্যাদির মতো অনেক সমস্যা আছে; অন্যদিকে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ- উভয় প্রকার সম্ভাবনাও আছে, যেগুলিকে সঠিক ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করে ১.৪২ বিলিয়ন দক্ষিণ এশীয় জনগণের দারিদ্র হ্রাস ও অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করা যেতে পারে। দারিদ্রসীমায় বসবাসকারী দক্ষিণ এশিয়ার ৮০ শতাংশেরও বেশি জনগণের মধ্যে অধিকাংশই স্বনিয়োজিত পেশায় বা ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে; আবার কিছু অংশ অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক হিসাবে বিদেশে কাজের সন্ধানে চলে যায়।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকে অনেক অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক বিভিন্ন উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, কিন্তু ইতোমধ্যে ১৩টি সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও স্বল্পমেয়াদী অভিবাসন আলোচনার টেবিলে পর্যন্ত আসেনি।

সার্ক অঞ্চলের অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উন্নত ও বিস্তৃত কর্মসংস্থান তৈরি এবং তাদেরকে মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সার্ক নেতৃবৃন্দকে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের বিশ্বশ্রম বাজারে অবাধে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দক্ষিণ এশীয় শ্রমবাজার

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বেশি কারিগরী জ্ঞানে অদক্ষ কিংবা আধা-দক্ষ অনেক শ্রমিক বাস করে, যে শ্রমবাজারে আবার দ্বৈত চিত্র বিদ্যমান। এ অঞ্চলের অতিবৃহৎ শ্রমবাজার মূলত গ্রামীণ কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেখানে শ্রমের প্রকৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ও বিভক্ত। আবার শহরাঞ্চলের শ্রমবাজার মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত– শিল্পকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র শ্রমবাজার বা প্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং বৃহৎ আকারের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমবাজারে রয়েছে মূলত সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ, যেমন অভিবাসী শ্রমিক, শিশু, বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক এবং বিভিন্ন প্রকারের অরক্ষিত শ্রমিক।

শ্রমবাজার : বাংলাদেশের চিত্র

বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকের শতকরা হার

খাত	শতকরা হার
শিল্পখাত	১১%
কৃষিখাত	৬৩%
সেবা খাত	২৬%
মোট	১০০%

উৎস: বিবিএস

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির আনুমানিক ১১ শতাংশ শিল্পখাতে, ৬৩ শতাংশ কৃষিখাতে এবং ২৬ শতাংশ সেবাখাতে নিয়োজিত ছিল। প্রতিটি খাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের আধিক্য ছিল এবং এই অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিদের অধিকাংশই অদক্ষ কিংবা আধা-দক্ষ শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ছিল।

বিদেশী শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

বিদেশী শ্রমবাজারে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সকল দেশের অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান একটি সম্ভাবনাময় খাত। এই খাত হতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বছরে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন রেমিটেন্স যোগ হয়, যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দিক থেকে দেশের বৃহৎ রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস শিল্পের পরেই অবস্থান করছে।

টেবিল-১: দেশভিত্তিক বিদেশে নিয়োজিত শ্রমিকের শতকরা হার

ক্রমিক নং	দেশ	অভিবাসী শ্রমিকের শতকরা হার
১	সৌদি আরব	৫১.৭৮
২	কুয়েত	৯.৪৬
৩	ইউএই	১২.৪৬
৪	কাতার	২.৫৮
৫	ইরাক	১.৫৮
৬	লিবিয়ান আরব	১.৪৪
৭	বাহারাইন	২.৬৮
৮	ওমান	৬.৪২
৯	মালয়েশিয়া	৭.১৯
১০	কোরিয়া	০.৩৭
১১	সিঙ্গাপুর	২.৯৯
১২	অন্যান্য	১.১০

Source: Prepared from BMET data 2003

সেবাখাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমাগতভাবে বাড়ছে এবং দেশের জিডিপিতে বড় ভূমিকা রাখছে। ২০০০-০৩ সময়কালে উন্নয়নশীল দেশের মোট বাণিজ্যের শতকরা ১৬ শতাংশ সেবাখাতে সংঘটিত হয়েছে। একইভাবে উন্নয়নশীল দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৩০-৪০ শতাংশ সেবাখাতে নিয়োজিত।

Source: UNCTAD, Handbook of Statistics, 2004. Also see Participation of the developing economies in the global trading system, WT/COMTD/W/136.

শ্রমিক চলাচল : স্বল্পোন্নত দেশের প্রেক্ষিতে

উদার অর্থনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে বিশ্বব্যাপী মুক্ত করা হলেও শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী চলাচল ব্যাহত করা হয়েছে। উদার অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা কৃষিকেন্দ্রিক স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে ওঠা স্বনিয়োজিত পেশাভিত্তিক শ্রমব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে। এ কারণে গ্রামীণ স্বনিয়োজিত পেশা কমে আসছে এবং কারিগরী জ্ঞানে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ গ্রামীণ শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে শহরে চলে আসছে।

বলা হয়ে থাকে, উদার অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটি গ্রামীণ স্বনিয়োজিত পেশা এবং স্থানীয় পর্যায়ের অ-কারিগরী শিল্পসমূহের বিলুপ্তি ঘটায়, যেখানে গ্রামের অধিকাংশ অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান ছিল। কর্মসংস্থান কমে আসার কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরমুখী হয় এবং কিছু শ্রমিক অন্যান্য দেশেও পাড়ি জমায়।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের দক্ষতার স্তর টেবিল-২ তে বিন্যস্ত করা হয়েছে। টেবিল-২ হতে দেখা যাচ্ছে, ৪৭.১৪ শতাংশ অদক্ষ, ১৬.৬৬ শতাংশ আধা-দক্ষ শ্রমিক বিদেশে কর্মরত আছে। অন্যদিকে মাত্র ৪.৪০ শতাংশ পেশাজীবী ও ৩১.৮০ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক বিদেশে কর্মরত। অর্থাৎ বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৬৩.৮০ শতাংশ অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে শ্রমিকের চলাচলকে সেবাখাত উদারীকরণ নীতিমালার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে দক্ষ শ্রমিকের জন্য সুবিধা থাকলেও অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের জন্য তা অন্তরায় হিসাবে কাজ করে; সেকারণে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের চলাচলের সুবিধাগুলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ভোগ করলেও স্বল্পোন্নত দেশসমুহকে এসব সুবিধাদি হতে বঞ্চিত থাকতে হয়।

›› ভেতরের পাতায়

টেবিল-২: দক্ষতা অনুসারে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকের শতকরা হার (১৯৭৭-২০০৩)

বছর	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	অদক্ষ	মোট
১৯৭৭	৯.৩৩	২৯.১৬	৮.৯২	৫২.৫৯	৬০৮৭
১৯৮০	৬.৫৯	৪০.৬০	৭.৭৯	৪৫.০২	৩০০৭৩
১৯৯০	৫.৭৮	৩৪.৩০	২০.০৩	৩৯.৮৮	১০৩৮১৪
১৯৯৫	৩.৩৯	৩১.৯৪	১৭.০৯	৪৭.৫৮	১৮৭৫৪৩
২০০০	৪.৭৯	৪৪.৭৩	১১.৮৮	৩৮.৬০	২২২৬৮৬
২০০৩	৬.০৯	২৯.৫৩	১১.৯৩	৫২.৪৫	১৮৫৫২৩
মোট	**৪.৪০**	**৩১.৮০**	**১৬.৬৬**	**৪৭.১৪**	**৩৫৮২৪০২**

Source: Prepared from BMET data, 2003,

Note: 150,000 Bangladeshi workers legalized in Malaysia during 1997

টেবিল-৩: বছরভিত্তিক বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ও রেমিটেন্স বৃদ্ধি / হ্রাসের চিত্র (১৯৭৭-২০০২)

বছর	বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা	বৃদ্ধি/ হ্রাস%	রেমিটেন্স (ইউএসডি মিলিয়ন)	বৃদ্ধি/ হ্রাস%
১৯৭৭	১৫,৭২৫	১৫৮.৩৩	৮২.৭৯	২৪৯.১৮
১৯৮০	৫৫,৭৮৭	৮৫.৫১	৩০৪.৮৮	১.১৮
১৯৯০	১০৩,৮১৪	২.০৫	৭৮১.৫৪	৩.১২
১৯৯৫	১৮৭,৫৪৩	০.৬৫	১,২০১.৫২	৪.১৬
২০০০	২২২,৬৮৬	-১৬.৯৬	১,৯৫৪	৯৫৮.২১
২০০২	২২৫,২৫৬	১৯.২০	২,৮৪৭.৭৯	৩৭.৫০
মোট	**২,৯০৯,৯৭২**		**১৮,০৫৮.৭৪**	

Source: From BMET data, 2003, International labour migration from Bangladesh: A decent work perspective, ILO Working Paper 66, BY Tasneem Siddiqui

শ্রমিকের চলাচলের ওপর বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গ্যাটস চুক্তির বিভিন্ন মোডের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের মুক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গ্যাটসের মোড-৪ অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিকরা সাময়িক সময়ের জন্য বিশ্বব্যাপী অবাধে চলাচল করতে পারে। মোড-৪ স্থানীয় শ্রমবাজারে শ্রমিকের অবাধে যাতায়াতের গ্যারান্টি প্রদান করে না। কোন বিদেশী শ্রমিককে স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োগ পেতে হলে সেখানে পরিচালিত কোন বিদেশী কোম্পানির নিয়োগ পেতে হয় কিংবা কিংবা কোম্পানির সাথে সেবা প্রদান করার চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়। অন্যভাবে, মোড-৪ এর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের কোন কোম্পানি স্বাধীন কোন বিদেশী সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিংবা যারা বিদেশী কোম্পানির সাথে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করে, তাদের মাধ্যমে সাময়িকভাবে চুক্তিভিত্তিক বিদেশী শ্রমিক আমদানী করতে পারে। সাময়িক সময়ের সংজ্ঞা মোড-৪ এ বর্ণিত না থাকলেও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এ সময়কে কয়েক সপ্তাহ হতে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে।

> ‘মোড-৪ কার্যকর হলে বাংলাদেশের রেমিটেন্স আয় ৪.৮ বিলিয়ন ইউএসডি হতে বেড়ে ১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন ইউএসডি-তে পৌছাবে’
>
> - মাহবুবুর রহমান, সভাপতি, আইসিসিবি,

Source: The Daily Star, 16 July 2006

অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী মুক্ত চলাচল : সার্ক নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন

> দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সোসাইটির দাবি, সেবাখাতের উদারীকরণ বন্ধ ও অদক্ষ, আধা-দক্ষ শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোড-৪ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে সার্ক নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা উন্নয়নশীল দেশ এবং অন্য ৫টি দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, ভুটান ও আফগানিস্তান স্বল্পোন্নত দেশের তালিকাভুক্ত। উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত যাই হোক না কেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এসব দেশে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের আধিক্য। এসব শ্রমিককে সমস্যা হিসাবে না দেখে সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হলে দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র বিমোচন ও বেকারত্ব নিরসন ঘটানো সম্ভব হবে।

অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিককের উন্নত দেশসমুহে কর্মসংস্থান করতে পারলে দেশের রেমিটেন্স বাড়বে, যা জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সার্ক নেতৃবৃন্দকে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী অবাধে চলাচলের নিশ্চয়তা তৈরির লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের সমঝোতায় ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে হবে- দক্ষিণ এশিয়ার সিভিল সোসাইটি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছে।

সুপ্র সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

বাড়ি ১৩/৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : +৮৮০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : info@supro.org, ওয়েব : www.supro.org

গবেষণা টিম : মো: জাকারিয়া, সৈয়দ আমিনুল হক, বরকত উল্লাহ মারুফ, মো: শামছুদ্দোহা, প্রদীপ রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী